যুগান্তর

তারিখ 11 OCT 2008
পৃ ১৬ কলাম ৪

পদোন্নতি নিয়ে শিক্ষা ক্যাডারে অসন্তোষ

মুসতাক আহমদ

পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা লংঘন, বঞ্চনা ও প্রমার্জন নিয়ে অহেতুক জটিলতার ফলে শিক্ষা ক্যাডারে অসন্তোষ বিরাজ করছে। গত মে মাসে সর্বশেষ পদোন্নতিকে কেন্দ্র করে লেজেগোবরে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটিতে (এলপিআর) যাওয়া প্রায় সাড়ে ৫শ' অধ্যাপকের অবসরভাতা (পেনশন) এবং কমবেশি সাড়ে ৭শ' সহযোগী অধ্যাপকের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বড় ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে। এমন আশংকার পাশাপাশি প্রায় সাড়ে ৫শ' প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকের পদোন্নতিবঞ্চিত হওয়ার ঘটনায় ক্যাডার সদস্যদের মনে জমেছে ক্ষোভ ও হতাশা। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, ১৩ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক জরুরি বৈঠকে (ডিপিসি) প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকের দুটি ক্যাটাগরিতে ১৬৮০ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়। এর মধ্যে ১১৩৭ জন প্রভাষক রয়েছেন। বাকি ৫৪৩ জন সহকারী অধ্যাপক। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দুটি পক্ষের পাল্টাপাল্টি মামলা এবং স্থিতাবস্থার কারণে প্রায় তিন বছর ঝুলে ছিল এ পদোন্নতি প্রক্রিয়া। এ অবস্থায় আগের দিন ১২ মে একটি মামলা এক মাসের জন্য স্থগিত হওয়ার সুযোগে মন্ত্রণালয়

এলপিআর পেনশন নিয়েও লেজেগোবরে অবস্থা

উদ্যোগী হয়ে দীর্ঘদিন পদোন্নতিবঞ্চিতদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করে। কিন্তু এ পদোন্নতিতে তুঘলকি কাণ্ড ঘটানোর মতো অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন, প্রায় আড়াইশ' সহকারী অধ্যাপক সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি থেকে বাদ পড়েছেন। এছাড়া প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক হতে পারেননি ২৩৮ জন। তারা সবাই ২০০৬ সালে প্রমার্জনপ্রাপ্ত (শর্ত শিথিলের মাধ্যমে পদোন্নতির যোগ্যতা লাভ)। এছাড়াও জ্যেষ্ঠতার তালিকার প্রথম ২০ জনকেই বাদ দেয়া হয়েছে। এই ২০ জনসহ আরও ৭৯ জন পদোন্নতি পাননি যারা ১৯৯১ সালে প্রমার্জনপ্রাপ্ত। অথচ তারা কেউই কোন মামলারই নিষেধাজ্ঞা পড়েননি বলে সংশ্লিষ্টদের দাবি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ শফিউল্লাহ সম্প্রতি যুগান্তরকে জানান, বাদপড়াদের পদ সংরক্ষিত রেখেই পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। আইনি জটিলতা নিরসন হলে তারা পদোন্নতি পাবেন। বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, চাকরির বয়স পূর্ণ ইত্যাদি নানা শর্তপূরণ সাপেক্ষে শিক্ষা ক্যাডারের ক্লর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেয়া হয়ে থাকে। সরকার বিভিন্ন সময়ে বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণ করে তার কর্মরত শিক্ষকদের আত্তীকরণ নেয়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সরাসরিও কিছু শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এভাবে অসন্তোষ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

অসন্তোষ : ক্যাডারে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নানাভাবে নিয়োগপ্রাপ্তদের যারা নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি, তাদের বয়স, চাকরির সময় ইত্যাদির শর্ত আরোপ করে ১৯৯১ এবং ২০০৬ সালে দু'বার পৃথক দুটি প্রমার্জনের মাধ্যমে প্রমোশন দেয়া হয়। বর্তমানে এলপিআরে থাকা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক কেএম আওরঙ্গজেব, অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক হাবিবুর রহমান খানসহ দেশের অধিকাংশ কলেজের অধ্যক্ষ, চারটি বোর্ডের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কর্মরতসহ প্রায় সাড়ে ৭শ' অধ্যাপক এবং অন্যান্য সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপকসহ প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষক রয়েছেন ১৯৯১ সালে প্রমার্জনপ্রাপ্ত। তাদের মধ্যেই বর্তমানে এবং নিকট ভবিষ্যতে প্রায় ৯০৪ জন অধ্যাপক এলপিআরে আছেন বা যাবেন। এ তালিকাটি বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর মাউশিতে রয়েছে।

এদিকে ২০০৬ সালের এ প্রমার্জনের বিরুদ্ধে আদালতে দায়েরকৃত মামলার সর্বশেষ পর্যায়ে সরকারি (বিবাদী) পক্ষ থেকে উচ্চতর আদালতে আপিল করতে হবে। কিন্তু সরকার এখনও তা করেনি। কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে, সরকার আপিল না করার চিন্তাভাবনা করছে। যদি আপিল করা না হয়, তবে জটিলতা আরও বড় আকার ধারণ করবে বলে উদ্বিগ্ন শিক্ষকরা জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, ২০০৬ সালের সরকারি প্রমার্জন অবৈধ হয়ে গেলে, ১৯৯১ সালেরটিও অবৈধ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আরও জটিলতার সৃষ্টি হবে। এলপিআরে যাওয়া সাড়ে ৯ শতাধিক শিক্ষক পেনশনের মাত্র ৬৫ ভাগ পাবেন। বর্তমানে কর্মরত আরও সাড়ে ৭শ' সহযোগী অধ্যাপক পদোন্নতি পাবেন না। শুধু তাই নয়, ইতিপূর্বে দেয়া একাধিক পদোন্নতি বাতিল হয়ে যাবে। এর ফলে ইতিমধ্যে যাদের পদোন্নতি হয়েছে তাদের পদাবনতি ঘটবে।

এদিকে বিষয় নয়, ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি দেয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু অতীতের তথ্য ঘেঁটে দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেকবারই এতে অনিয়ম হয়েছে। ১৩ মে'র পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রভাষক হিসেবে অধিকাংশ বিষয়ের ২০তম ব্যাচের প্রভাষকরা পদোন্নতি পেয়েছেন। কিন্তু প্রাণিবিদ্যা, দর্শন, ইসলামের ইতিহাস, কৃষি বিজ্ঞানসহ কিছু বিষয়ের ১৬, ১৭ ও ১৮তম ব্যাচের প্রভাষকরা পদোন্নতি পাননি। ফলে তারা ২০তম ব্যাচের ক্যাডারদের কাছে জুনিয়র হয়ে সামাজিক ও মানসিক চাপের মুখে পড়েছেন। নাম প্রকাশ না করে ঢাকার একটি কলেজের একজন পদোন্নতিবঞ্চিত প্রভাষক জানান, তার স্ত্রী ২০তম ব্যাচের প্রমোশন পেয়েছেন। তিনি ১৬তম ব্যাচের হওয়া সত্ত্বেও প্রমোশন পাননি। খোদ পরিবারের ভেতরেই একটি বিব্রতকর অবস্থা চলছে। এ অবস্থায় তিনি চাকরি ছেড়ে দেয়ার চিন্তাভাবনা করছেন।